সমকাল

তারিখ ... 21 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ছাত্রলীগের কোন্দলে শিক্ষারও সর্বনাশ!

শনিবার কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক 'গ্রুপের' সংঘর্ষের সময় গুলিবিনিময় হওয়া সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাই দেবে। উভয় পক্ষের ১২ জন আহত হওয়ার ঘটনাকে না হয় 'সৌমসাইড' আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া চলে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি ছাত্র সংগঠনের উপদলীয় কোন্দলের বলি অন্য শিক্ষার্থীরা হবে কেন? যেখানে উচিত ছিল এর সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা; সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে সবাইকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া আর যাই হোক সুবিচার হতে পারে না। শিক্ষাবান্ধব তো নয়ই। চলতি মাসের গোড়ার দিকেও ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) 'আধিপত্য' বিস্তার নিয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলে শিক্ষার্থী তুলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার একই দিনে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের পৃথক সংঘর্ষে ১০ শিক্ষার্থী আহত ও ডুয়েট বন্ধ ঘোষণার পর আমরা এই সম্পাদকীয় কলামেই প্রশ্ন তুলেছিলাম যে- ছাত্রলীগ কি শোধরাবে না? তার পর আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের বিচিত্র সব কোন্দল ও সংঘাত দেখেছি। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সেই পুরনো বাংলা প্রবাদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে- 'ভিক্ষা চাই না কুত্তা সামলাও।' ছাত্রলীগ শোধরানোর দরকার নেই, শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক। বস্তুত দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনটি বিভিন্ন ইউনিটে এমন সংঘাত সাধারণ নাগরিকদের যারপরনাই শঙ্কিত ও হতাশ করে চলছে। আমরা এই প্রশ্ন তুলতে তুলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য 'শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি' আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে গঠিত ছাত্র সংগঠনটিতে কেন অশিক্ষা, অশান্তি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বাড়বাড়ন্ত? একসময় মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সরগরম থাকা সংগঠনটি কেন এভাবে সন্ত্রাসী ও বখাটেদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে? মূল দলের নাজুক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোও যখন সংক্রমিত, তখন ছাত্রলীগের উচিত ছিল সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। ভালো কাজের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মন জয় করা। তার বদলে ছাত্রলীগ কেন নিজেদের মধ্যে 'আধিপত্য' বিস্তারের সংঘাতময় পথ বেছে নিচ্ছে, সেটা ছাত্রলীগের নীতিনির্ধারকদের মাথাব্যথা হোক। আমরা দেখতে চাই, তাদের কোন্দল ও সংঘাতের কারণে শিক্ষার সর্বনাশ ঘটছে না।